দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৪ JUL 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ■ ইমাদুল হক প্রিন্স

১৫ বছরে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ছায়াঢাকা মায়াঘেরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর। নানা প্রজাতির পাখির কিচির মিচির সুর। শহরের কোলাহল মুক্ত। সবুজের বুকে রঙ-বেরঙের সুউচ্চ দালান। প্রকৃতির এমন মনোলোভা সৌন্দর্যমণ্ডিত পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে এই সবুজ ক্যাম্পাস পার করেছে দীর্ঘ ১৪টি বছর। ক্যাম্পাসটি নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আজ পদার্পণ করতে যাচ্ছে গৌরবময় সাফল্যের ১৫ বছরে। পটুয়াখালী জেলা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তরে এবং বরিশাল বিভাগীয় শহর থেকে ২৫ কি: মি: দক্ষিণে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৫ কিলোমিটার পূর্বে দুমকি উপজেলা সদরের প্রাণ কেন্দ্রে ৮৯.৯৭ একর জমির উপর অবস্থিত পবিপ্রবি ক্যাম্পাস। পবিপ্রবির ১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা রঙ-বেরঙের ব্যানার এবং ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা একাট্টা হয়ে আনন্দ উৎসবে মুখর করে তুলবেন বন্যাকবলিত দক্ষিণাঞ্চলের এ পাদপীঠকে। ১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে আয়োজন করা হয়েছে ব্যাপক কর্মসূচির। সকাল ১০ টায় ফেস্টুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা আকাশে উড়িয়ে উপাচার্য অধ্যাপক শামসুদ্দীন প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সকাল সাড়ে ১০ টায় ক্যাম্পাস পরিবারের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো যেভাবে : ৯০ এর দশকে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে ওই কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার। এই লক্ষ্যে স্থানীয় ভাবে গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদ। পরিষদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালের ১৫ মার্চ সরকার পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের ঘোষণা প্রদান করেন এবং ২০০০ সালের ৮ জুলাই পটুয়াখালী কৃষি কলেজের অবকাঠামোতেই পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে ২০০১ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে পবিপ্রবি আইন পাস হয়।

বর্তমান অবস্থা : বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর এ পর্যন্ত সাফল্যের সাথে এ বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ৭টি অনুষদে ২৫১২ জন ছাত্র-ছাত্রী, ২৩৫ জন শিক্ষক, ১২০জন কর্মকর্তা ও ৩৮৭ জন কর্মচারী রয়েছে। এখানে উচ্চতর ডিগ্রি হিসেবে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে। কেবলমাত্র কৃষি অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে দেশ ও জাতির সময়োপযোগী চাহিদা পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (বিবিএ), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) অনুষদ, এ্যানিমাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন (এএনএসভিএম) অনুষদ, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুষদ ও খাদ্য এবং পুষ্টি বিজ্ঞান অনুষদ। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের জন্য শের-ই-বাংলা (ডি ১, ডি ২) ও এম. কেরামত আলী হল এবং ছাত্রীদের জন্য কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল নামে ২ টি ছাত্রী হল রয়েছে। বরিশালের বাবুগঞ্জের বহিঃস্থ ক্যাম্পাসে রয়েছে বীর শ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ছাত্র হল ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হল রয়েছে। এছাড়া ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে মূল ক্যাম্পাসে ১টি হল নির্মাণাধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল লাইব্রেরি। দু'তলা বিশিষ্ট লাইব্রেরি ভবনে ৫৫ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের বই, ইন্টারনেট ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ভলিউম ও সাময়িকী রয়েছে।

অত্যাধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ডিজিটাল ক্যাম্পাস : অত্যাধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি হিসেবে খ্যাত আমেরিকার ক্রেডিট কোর্স সিস্টেম পদ্ধতি চালু রয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম ২০০২ সালে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়। হাতে-কলমে শিক্ষা দানের জন্য এখানে রয়েছে ৩২ টি সমৃদ্ধ গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি। রয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সম্বলিত একটি সুবৃহৎ কেন্দ্রীয় গবেষণাগার। এটির মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশ্ববিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল পরিচয়পত্র (ইলেকট্রনিক চিপ) করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের সকল হলসহ সর্বত্র হাইস্পিড ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াইফাই নেট চালু করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

পরিশেষে : পবিপ্রবি'র কাছে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর অনেক প্রত্যাশা। এর ছাত্র-ছাত্রীর চোখে অনেক স্বপ্ন। সে প্রত্যাশা পূরণের এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব এর শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীদেরই নিতে হবে। দক্ষতা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততায় দীক্ষিত হোক এই ক্যাম্পাসের সকল কার্যক্রম, ধাবিত হোক জাতীয় উন্নয়নের মহাসরণিতে আমাদের প্রিয় পবিপ্রবি গৌরবের ১৫ তম বর্ষে পদার্পণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীর এটাই কামনা।

● লেখক : শাখা কর্মকর্তা (ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা বিভাগ) পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়